দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা কি ?

শেখ আনোয়ার হোসেন

"গ্রন্থাগার বলতে আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বুঝি যেখানে তাৎক্ষণিক অথবা ভবিষ্যৎ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বই, পত্র-পত্রিকা, পান্ডুলিপি, সাময়িকী, জার্নাল ও অন্যান্য প্রকার তথ্য-সামগ্রী নিয়মিত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।" এই তথ্য-সামগ্রীগুলো একটা নিয়মের মাধ্যমে সাজিয়ে রাখা হয়। যাকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ভাষায় CLASSIFICATION বলা হয়।

শিক্ষার পূর্বশর্ত গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একে দেখেছেন এবং সংজ্ঞায়িত করেছেন। ENCYCLOPAEDIA OF LIBRARIANSHIP-এর ভাষায় "LIBRARY IS A STORE HOUSE OF INFORMATION FOR DISSEMINATION OF THAT KNOWLEDGE."

এক কথায় গ্রন্থাগার হচ্ছে তথ্য সমৃদ্ধ একটি ভান্ডার যা ঐ তথ্য বিতরণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

পাঠাগারের উৎস ঃ

স্রষ্টা মানব জন্মের বহু আগে 'লওহে মাহফুজ'-কে জ্ঞানভান্ডার হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টার কাছ থেকে লব্ধ জ্ঞানের সামান্য অংশ কেবল মানুষ তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে যাওয়ার চেষ্টা করে আসছে যুগযুগ ধরে বিভিন্ন উপকরণাদির মাধ্যমে। আর এই সকল উপকরণাদির ক্ষেত্রই হলো গ্রন্থাগার।

পৃথিবীর আদি পাঠাগার ঃ

আট হাজার বছর আগে প্রথম সত্যিকার অর্থে পাঠাগারের যাত্রা শুরু হয়। মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা মাটির তক্তার উপর লিখে এসব তক্তাকে আগুনে পুড়িয়ে নিতো। বিরল তক্তাকে আবার মাটির সাথে ঢেকে রাখতো। এভাবে প্রাসাদ বা মন্দিরে হাজার হাজার লিপিবদ্ধ তক্তা জমিয়ে রাখতো। এসব তক্তা সে যুগে বই-এর কাজ করতো। আর তক্তা যেখানে থাকতো সে জায়গা পাঠাগার হয়ে উঠতো। প্রাচীন মিসরের পাঠাগার হতো দেব-মন্দিরে।

পুরোহিত হতেন এ পাঠাগারের প্রধান। মিসরে আদি যুগে লেখার কাজ করা হতো প্যাপিরাসের ছালের উপর। কাজেই এসব পাঠাগারে প্যাপিরাসের বান্ডিল জমিয়ে রাখা হতো। প্রাচীনকালের নামজাদা পাঠাগার ছিলো আলেকজান্দ্রিয়ায়। এটি খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে প্রতিষ্ঠিত। ১২০টি বিষয়ের ওপর এখানে ৭ লাখ প্যাপিরাসের বান্ডিল জমানো হয়েছিলো। গণপাঠাগার স্থাপনের ধারণা দেয় রোমকরা। জুলিয়াস সিজার গণপাঠাগার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। সিজারের পরে গণপাঠাগার গড়ে তোলা রোমকদের স্বভাবে পরিণত হয়। রোমের অর্থবান ব্যক্তির আনুকূল্যে বড়ো বড়ো পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। চতুর্থ শতকে রোমে ২৮টি গণপাঠাগার ছিলো। পৃথিবীর আরেকটা সেরা পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিলো বাগদাদে। হালাকু খানের হামলায় এই পাঠাগার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য

গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ডঃ আর. এস. মিত্তাল বলেন, "গ্রন্থাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু সংগ্রহ গড়ে তোলা ও এ সবের মধ্যে লুকায়িত ও পুঞ্জীভূত জ্ঞানরাশি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা। শুধু তাই নয়; এ সবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বা সংরক্ষণে অতীব যত্নবান হওয়াও গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য।" কবিগুরু যথার্থই বলেছেন ঃ "THE EXTENT OF USE TO WHICH THE READING MATERIALS OF A LIBRARY IS PUT, SHOULD DETERMINE ITS IMPORTANCE RATHER THAN THE STAGGERING NUMBER OF VOLUMES."

গ্রন্থাগারের শ্রেণী বিভাগ

উদ্দেশ্য, ব্যবহার এবং প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাগারকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়-

১. জাতীয় গ্রন্থাগার (NATIONAL LIBRARY).
২. গণগ্রন্থাগার (PUBLIC LIBRARY).
৩. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার (ACADEMIC LIBRARY).
৪. বিশেষ গ্রন্থাগার (SPECIAL LIBRARY).
৫. ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার (PERSONAL LIBRARY).

আমরা এখানে শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার নিয়েই আলোচনা করছি ঃ

"প্রায় সকল শিক্ষাবিদের মতে শিক্ষকের অভাবে যে বস্তুর দ্বারা শিক্ষার মানোন্নয়ন করা সম্ভব তা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার। এটি ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের জন্য অপরিহার্য। যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের সুযোগ যত বেশী সে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানও ততো উন্নত। গ্রন্থাগারবিহীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষাদান ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারকে প্রতিষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলা হয়।"

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, পুস্তকের মান, আর্থিক সামর্থ্য ও চাহিদার উপর নির্ভর করে এ সমস্ত গ্রন্থাগারে সংগ্রহ গড়ে তোলা হয়। এ গ্রন্থাগারের দ্বার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীর জন্য উন্মুক্ত থাকে।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হচ্ছে- ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সহায়তা করা। এ ধরনের গ্রন্থাগারে সাধারণত পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যপুস্তকই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক পুস্তক ছাড়াও উক্ত বিষয়ের রেফারেন্স বই, সাময়িকী, পত্র-পত্রিকা, পান্ডুলিপি, জার্নাল ইত্যাদি সংগ্রহের আওতাভুক্ত করা হয়।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারে এক বইয়ের একাধিক কপি রাখা হয়, যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থাগারে এসে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারে। বই না পেয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে না পেরে যেন বিফল মনোরথে ফিরে না যায়।

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের অবস্থা

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় দরিদ্রতম দেশ। এখনে সর্বত্রই দারিদ্র্যের ছোঁয়া বিদ্যমান। গ্রন্থাগারগুলোও তার ব্যতিক্রম নয়। যে কোন ধরনের গ্রন্থাগারে ঢুকলেই এর দৈন্যদশা সহজেই ধরা পড়ে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারগুলোর বেলায় এ অবস্থা আরও সত্য। আমাদের দেশে স্কুল পর্যায়ে গ্রন্থাগার নেই বললেই চলে। কলেজগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই এর মধ্যে ব্যতিক্রম। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে তাদের বর্তমান সংগ্রহসংখ্যা ৬ লক্ষাধিক। তাছাড়া প্রতি বছর তারা প্রায় ৭ লাখ টাকার পুস্তক ক্রয় করে উত্তরোত্তর সংগ্রহ বৃদ্ধি করে চলেছে। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও পুস্তক প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় সবাই তাদের প্রয়োজনীয় পুস্তকটি সংগ্রহ করতে পারে না।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজ গ্রন্থাগারগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দেশে প্রচলিত বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকৃতপক্ষে এখন থেকেই তাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ঠিক করে নেয়। এখানে পড়াশুনাকালে তারা গৃহশিক্ষকের উপর চাপ কমিয়ে গ্রন্থাগারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু গ্রন্থাগারগুলো তাদের সুপ্ত জ্ঞান বিকাশে খুব একটা সাহায্য করতে পারে না। এই না পারার পিছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তার মধ্যে আর্থিক দুরবস্থা ও কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাই প্রধান বললে অত্যুক্তি হবে না।

আমাদের দেশে বই-পত্র, সমস্ত শিক্ষা উপকরণের দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে আর্থিক কারণে সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে সমস্ত বইপত্র কেনা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর তাই তারা ক্রমশই গ্রন্থাগার নির্ভর হয়ে উঠেছে। কিন্তু গ্রন্থাগারে গিয়ে প্রয়োজনীয় পুস্তকটি না পেয়ে ফিরে আসছে। তারা তাদের সুপ্ত জ্ঞানকে জাগরিত করার সহায়ক উপকরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলস্বরূপ জাতি হারাচ্ছে কিছু শিক্ষিত জনশক্তি। এর জন্য শুধু আর্থিক সংকটকে দায়ী করা হলে প্রশ্ন থাকবে- আর্থিক সংকট কি খুবই প্রকট?